শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভ ও হতাশা

সংবাদ : মো. মুনিবুর রহমান

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ১০ মে ২০১৮

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশনের ১৪৮তম সভায় দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি/পদোন্নয়নের জন্য ‘অভিন্ন নীতিমালা’ প্রণয়ন করেছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরাজমান জ্ঞানগত বৈষম্য দূরীকরণে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের মাঝে এ নীতিমালা ব্যাপক ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি করেছে। এ নীতিমালায় শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরাজমান জ্ঞানগত বৈষম্য দূরীকরণে কোন নির্দেশনা নেই বরং মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেন ভবিষ্যতে আর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় না আসে, তার কৌশলগত প্রস্তাব রয়েছে।

> এ নীতিমালার ভূমিকাতে স্বীকার করা হয়েছে, আমলাদের তাগাদা বা পরামর্শে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা বলা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ প্রণয়নের পর শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নিয়ে যে জটিলতা ও বৈষম্য তৈরি হয়, তা নিরসনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এখানে সুপারিশ করা হয়েছে তার উল্টোটা।

এ নীতিমালার ভূমিকাতে স্বীকার করা হয়েছে, আমলাদের তাগাদা বা পরামর্শে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা বলা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ প্রণয়নের পর শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নিয়ে যে জটিলতা ও বৈষম্য তৈরি হয়, তা নিরসনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এখানে সুপারিশ করা হয়েছে তার উল্টোটা। তিনি শিক্ষকদের বঞ্চিত করার জন্য কোন নির্দেশনা প্রদান করেননি। ফলে এই নীতিমালায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রতিফলন ঘটেনি। জাতীয় নির্বাচনের আগে এ রকম অসন্তোষ-উদ্রেককারী নীতিমালা সরকারের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

এ নীতিমালা কেন দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভ, অসন্তোষ ও হতাশা সৃষ্টি করেছে, তা ব্যাখ্যা করা দরকার। এ নীতিমালায় শিক্ষকদের কোন না কোন ভাবে বঞ্চিত করার যে কলাকৌশল ফাঁদা হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত:

পদোন্নতি বা পদোন্নয়নের জন্য এ ‘অভিন্ন নীতিমালা’ বাস্তবায়ন হলে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ তরুণ শিক্ষক সারা জীবনেও আর অধ্যাপক পদে উন্নীত হতে পারবেন না। কারণ এ নীতিমালায় (পৃষ্ঠা ১২, বি.দ্র. ৪) বলা হয়েছে, সমগ্র চাকরি জীবনে একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ দুইবার পদোন্নয়নের (□□□□□□□□□□□) সুযোগ পাবেন। ফলে যে

শিক্ষক দুইবার পদোন্নয়ন বা আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক হয়েছেন, তাকে সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক হতে হলে শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন করতে হবে। কিন্তু একটা বিভাগে হাতেগোনা দু'চারটির বেশি অধ্যাপক পদ থাকে না। ফলে যারা ইতিমধ্যে অধ্যাপক হয়ে গেছেন তারা অবসরে গেলে এবং পদ খালি হলে জুনিয়র শিক্ষকরা সুযোগ পাবেন অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করার। যেমন, একজন সিনিয়র সহকর্মীর সঙ্গে একজন জুনিয়র সহকর্মীর বয়সের পার্থক্য ১ বছর হলে সিনিয়র সহকর্মী ৬৫ বছর বয়সে অবসরে যাবেন আর তখন জুনিয়র সহকর্মী ৬৪ বছর বয়সে অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

১২ থেকে ২২ বছরে অধ্যাপক হওয়ার যে কেতাবী ফর্মুলা উদ্ভাবন করা হয়েছে তা নিতান্তই শুভঙ্করের ফাঁকি। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফর্মুলা অনুযায়ী বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কাডারে ১০ বছরেই (প্রভাষক পদে ৫ বছর + সহকারী অধ্যাপক পদে ৩ বছর + সহযোগী অধ্যাপক পদে ২ বছর) একজন শিক্ষকের অধ্যাপক পদে উন্নীত হওয়ার কথা। কিন্তু বিধান রয়েছে, পদ শূন্য না থাকলে হাজার যোগ্যতা অর্জন করলেও, একজন শিক্ষক পদোন্নতি পাবেন না। ফলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কাডারের অধিকাংশ শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক হিসেবেই অবসরে যান। যে সৌভাগ্যবানরা অধ্যাপক হতে পারেন, তারা

কয়েকাদন বা কয়েক মাস বা সর্বোচ্চ ২/১ বছর অধ্যাপক পদে চাকরির সুযোগ পান।

শিক্ষকদের পদোন্নতি বা পুদোন্নয়নের জন্য গবেষণা জার্নালে আর্টিকেল প্রকাশ বাধ্যতামূলক। এ নীতিমালায় বিদেশি জার্নালে আর্টিকেল প্রকাশনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাসহ কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষকদের বিদেশি জার্নালে গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ সহজ নয়। এছাড়াও, এসব বিদেশি জার্নালে লেখা প্রকাশ প্রায়শ ব্যয়বহুল। ওইসব জার্নালে প্রকাশের উপযোগী গবেষণা প্রবন্ধের জন্য তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করতে যে মানের ল্যাব সুবিধা প্রয়োজন, সেটাও অনেক ব্যয়বহুল। এই নীতিমালাতে দেশে উন্নতমানের জার্নাল প্রকাশনার কোন প্রেষণা বা নির্দেশনা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেড ৩-এর জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদের গ্রেড ১-এ পৌঁছাতে হলে ন্যূনতম ১১ বছর অপেক্ষা করতে হবে (গ্রেড ৩-এ ৫ বছর এবং গ্রেড ২-এ ৭ বছর)। তাও আবার সকল অধ্যাপক এ সুযোগ পাবেন না। শুধু ২৫% জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক এ সুযোগ পাবেন। অশিক্ষক আমলাদের কিন্তু গ্রেড ৩ থেকে গ্রেড ১-এ যেতে এর অর্ধেক সময়ও লাগে না। অধিকন্তু আমলাদের গ্রেড ৬-এ উন্নীত হওয়ার পর থেকে কোন পদোন্নতিতেই আর বাড়তি যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে প্রতি পদোন্নতি/পদোন্নয়নের আগে নির্দিষ্টসংখ্যক গবেষণা কর্মের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। ক্লাসের ১ম সারির শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও শুধু

শিক্ষক হওয়ার কারণে তারা আর কখনই গ্রেড ১ বা সুপার গ্রেড ১ ও ২-এ যেতে পারবেন না। এটা উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ এ নীতিমালা মেধাবীদের শিক্ষকতায় আসতে অনুৎসাহিত করবে। এ নীতিমালা কার্যকর হলে তরুণ শিক্ষকদের সিংহভাগ গ্রেড ১-এ যাওয়া দূরে থাক, গ্রেড ৩-এও কখনো পৌঁছাতে পারবেন না।

শিক্ষকদের পদ পরিবর্তনের সঙ্গে কাজের ধরন বা কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন হয় না বলে তাদের জন্য পদোন্নয়ন সুবিধা রাখা হয়েছে। আমলাদের জন্য সুপার নিউমারারি পদ সৃষ্টি করে অনুরূপ সুবিধা প্রদান করা হয়। আমলাদের জন্য ৫% সুদে ৭৫ লাখ টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ, বিনাসুদে ৩০ লাখ টাকা গাড়ি কেনার ঋণ, মাসিক ৫০ হাজার টাকা গাড়ি ভাতা, লাভজনক জিপিএফ তহবিলে মূল বেতনের ২৫ শতাংশ অর্থ জমা রাখার সুবিধা, মাসিক ৩২ হাজার টাকা দারোয়ান ও পাচক ভাতা সুবিধা রয়েছে। এর কোন সুবিধাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দেয়া হয় না। এছাড়া গ্রেড ১-এর উপর সুপার গ্রেড ১ ও ২ নামে আরও দুটি গ্রেড আছে যা শুধুই আমলাদের জন্য। এত বৈষম্যের পরও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সারা জীবন সহযোগী অধ্যাপক পদে আটকে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। হঠাৎ বিনা কারণে হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে সংক্ষুব্ধ করার অপচেষ্টা সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে। এ নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তার প্রতি

মেধাবীদের মাঝে তীব্র অনীহা সৃষ্টি হবে। মেধাবীরা আর শিক্ষকতায় আসবেন না। ফলে শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, গোটা জাতির উপর এ নীতিমালার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়]
munibur1@gmail.com